দিদির মাংস খুবলে খেল ভাই

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ শনিবার ভোরে পারিবারিক অশান্তির কারণে ঝগড়ার জেরে বিষ্ণুপুরের কাকিল্যা গ্রামে দিদির নাক ও মুখের মাংস খুবলে খেল ভাই। শনিবার ভোরে মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে। দিদির নাম আঙ্গুর রুইদাস। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ভাইয়ের নাম মাধব রুইদাস। তবে তার আঘাত গুরুতর নয়। তাঁকে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদিন সকালে অবশ্য ভাই মাধব নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত বলে মনে হয়েছে। কারণ সে নিজেই অ্যাম্বুলেন্স থেকে সংজ্ঞাহীন দিদিকে স্টেচারে করে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করে। বিষ্ণুপুরের বিএমওএইচ হিমাদ্রি কুমার ঘটক বলেন, এক মহিলাকে মারাত্মক জখম অবস্থায় এদিন ভোরে রাধানগর ব্লক হাসপাতালে আনা হয়। তাঁকে মারাত্মকভাবে কামড় দেওয়া হয়েছে। মুখ ও নাকের বেশ কিছু অংশে মাংস খুবলে নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কাকিল্যা গ্রামের বাসিন্দা মাধব রুইদাস স্থানীয় হিমঘরে শ্রমিকের কাজ করে। তিনমাস আগে তার বিয়ে হয়েছে। স্ত্রী ছাড়াও মা ও ৪০ বছরের এক দিদি আঙুর রুইদাস বাড়িতে থাকেন। কিছুদিন ধরেই ভাই ও দিদির মধ্যে অশান্তি চলছিল। শুক্রবার রাতেও উভয়ের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। সারারাত ধরে তা চলে। ভোরের দিকে প্রথমে হাতাহাতি হয়। দীর্ঘক্ষণ ধরে উভয়ের মধ্যে ধস্তাধস্তি চলে। সে সময় একে অপরকে কামড়ে দেয়। আঙ্গুরদেবীর গাল, ঠোঁট ও নাকের মাংস খুবলে নেয় মাধব। বাড়ির অন্যান্যরা বাধা দিলেও ছাড়ানো যায়নি। ভোরের দিকে প্রতিবেশীরা এসে তাদেরকে ছাড়ায়। ততক্ষণে আঙ্গুরদেবী অচৈতন্য হয়ে পড়েন। তাঁকে প্রথমে রাধানগর হাসপাতাল ও পরে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরে তাঁকে বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। মাধবের মা রূপালী রুইদাস বলেন, জমি সংক্রান্ত কারণে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে অশান্তি চলছিল। কিন্তু এদিন যে কেন এত হিংস্র হয়ে উঠল বুঝতে পারিনি। অনেক চেষ্টা করেও আমি ওদের ঝগড়া থামাতে পারিনি। শেষে প্রতিবেশীদের ডাকা হয়।

অজানা পোকার কামড়ে কুড়ি জন ছাত্র অসুস্থ, আতঙ্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ দেখতে অনেকটা আরশোলার মতো। কিন্তু আকারে তার চেয়ে ছোট। আতঙ্ক ছড়িয়েছে সাধারণ মানুষদের মধ্যে। যখন তখন মাথার উপর বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। শরীরে বসলেই বিপত্তি। চাকা চাকা দাগ হচ্ছে গায়ের উপর। সঙ্গে চুলকুনি এবং অসহ্য জ্বালা। এমনই এক পতঙ্গকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে পুরুলিয়ার বলরামপুর এলাকায়। বিশেষ করে দিনকয়েক ধরে এই পোকাগুলি বলরামপুরের মালতি এলাকায় ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জেলার মালতি এলাকাটি ঝাড়খন্ড রাজ্যের গা ঘেঁষে রয়েছে। ঘিরে রয়েছে পাহাড় ও ঘনজঙ্গল। গত কয়েকদিনে মালতি শ্যামনগর জিলপা লায়া হাইস্কুলের প্রায় ২০ জন ছাত্র এই পতঙ্গটির কামড়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এরপরই লিখিতভাবে এই পতঙ্গের কথা বলরামপুরের বি এম ও এইচ-কে জানান ওই বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক তীর্থঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। খবর পেয়ে শুক্রবার ওই বিদ্যালয়ে যান পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের পুরুলিয়ার সম্পাদক নয়ন মুখোপাধ্যায়। তিনি জানান, ওই পতঙ্গটি গায়ে বসলে এলার্জির মত বের হচ্ছে। তাঁর কথায়, প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে তাঁরা জানতে পেরেছেন, পোকাটির নাম হল ডিপটিয়া। এটি সিয়াটিয়া পরিবারের অন্তর্গত ড্রসোফিলা প্রজাতির। এগুলি ছত্রাকের মধ্যে সাধারণত থাকে। তবে সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, বড় কোনও সমস্যা এই পোকাটি থেকে হয়েছে বলে খবর নেই। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তীর্থঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, পতঙ্গটি এমনিতে কালো রঙের। মাথার দিকটা কালচে। এই পতঙ্গটির কবলে পরে তাঁর স্কুলের প্রায় ২০ জন ছাত্র অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাদের এ্যালার্জি ও ত্বকের চিকিৎসা চলছে। বিষয়টি প্রশাসনকে জানানোর পর পঞ্চায়েতের তরফে স্কুলে ওষুধ স্প্রে করা হয়। তবে তাতে আশানুরূপ লাভ হয়নি। পোকাগুলি সেরকমভাবেই বিদ্যালয়ের দেওয়ালে আটকে রয়েছে।

বিষয়টি জানানোর পর শুক্রবারও ফের ডিডিটি স্প্রে করা হয়। স্থানীয় মানুষজন জানিয়েছেন, এধরনের পোকা এর আগে তাঁরা কখনও দেখেননি। কিভাবে ঝাঁকে ঝাঁকে এই পোকা এল তা বুঝে উঠতে পারছেন না তাঁরা।

১৬টি ইঞ্জিনভ্যান আটক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ শনিবার সকালে বিষ্ণুপুরে অভিযান চালিয়ে পুলিশ ১৬টি বেআইনি বালি বোঝাই ইঞ্জিন ভ্যান আটক করেছে। সেই সঙ্গে ভ্যানের চালকদেরকেও আটক করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন সকালে বিষ্ণুপুরের রাধানগর, জয়কৃষ্ণপুর ও বাইপাশ এলাকায় অভিযান চালানো হয়। মোট ১৬টি বালি বোঝাই ভ্যান আটক করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিষ্ণুপুরে দ্বারকেশ্বর নদের বিভিন্ন জায়গায় বেআইনিভাবে বালি তোলা চলছিল। তাতে সরকারের কাছে লিজ নেওয়া খাদান মালিকেরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন বলে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ আনেন। এমনকি শহরের অলিগলিতে ঢুকতে পারায় ছোট ইঞ্জিন ভ্যানের চাহিদা দিন দিন বাড়তে থাকে। সেই সুযোগে একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী দ্বারকেশ্বরের বিভিন্ন জায়গা থেকে বালি তুলে তা বিক্রি করে। তাতে ট্রাক্টরের চাহিদাও দিন দিন কমছে। তাই কয়েকদিন আগে খাদান ও ট্রাক্টরের মালিকদের একাংশ প্রশাসনের কাছে ওই বেআইনি কারবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন। সেই খবর সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ হয়। তারপরই পুলিশ ও প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। শনিবার সকালে পুলিশ অভিযান চালিয়ে মোট ১৬টি বালি বোঝাই বেআইনি ইঞ্জিনভ্যান আটক করে।

ওবিসি মোর্চার সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ শুক্রবার বিষ্ণুপুরে বিজেপির ওবিসি মোর্চার রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শহরের যদুভট্ট মঞ্চে আয়োজিত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, বিজেপি নেতা রাহুল সিন্হা। দু'দিনের সম্মেলনে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি স্বপন পালসহ বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিনিধিরা অংশ নেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি স্বপন ঘোষ। রাহুলবাবু বলেন, তপশীলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য অনেক সুযোগ সুবিধা থাকলেও সিপিএম ও তৃণমূল আমলে ওবিসিদের জন্য কেউ ভাবেনি। রাজ্যে বর্তমানে ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত বহু মানুষ রয়েছেন। তাঁদের জন্য একমাত্র বিজেপি ভাবছে। তাই ওই সম্প্রদায়ের মানুষ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।

সম্প্রতির মিলনমেলা সইলা উৎসবে মেতে ওঠেন চাঁদ গ্রামের মানুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ইন্দাস ঃ প্রতিবছরের মতো এবছরেও বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লকের চাঁদগ্রামে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সম্প্রতির মিলনমেলা সইলা উৎসব। মা মনসাদেবীর পুজো উপলক্ষ্যে প্রতিবছর এমন দিনে চাঁদ গ্রামে এই সইলা উৎসবটি হয়ে থাকে। তারই প্রেক্ষিতে ১১ নভেম্বর শনিবার সকাল থেকে সাড়ম্বরে মা মনসাদেবীর পূজার্চনা শুরু হয়। আর এই মা মনসার পুজো উপলক্ষ্যেই এদিন বিকাল ৪টা থেকে হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঘটে। চাঁদগ্রামের আপামর বাসিন্দারা মেতে ওঠেন এই সইলা উৎসবে। গ্রামের মানুষরা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি থেকেও কচিকাঁচা ছেলে-মেয়ে থেকে শুরু করে বয়স্ক মহিলা পুরুষেরা এই সইলা উৎসবে যোগ দেন। এমনকি এই উৎসবে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষদেরই উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই বছরেও সইলা উৎসবে প্রায় ছয় হাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষেরা এই সইলা উৎসবে যোগদান করেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই উৎসবটি সম্প্রীতির মিলন মেলায় রূপান্তরিত হয়। সইলা কমিটির উদ্যোক্তা মিলন অধিকারী, সহদেব সাঁতরা ও অন্যান্য সদস্যরা জানান, চাঁদগ্রামে এই সইলা উৎসবটি প্রায় ১৬ বছরে ধরে হয়ে আসছে। গ্রামের জাগ্রত দেবী মা মনসার পুজো উপলক্ষ্যে এই উৎসবটি প্রতিবছর এমন সময়ে করা হয়ে থাকে। গ্রামের মানুষ ছাড়াও পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষেরা এই উৎসবে সামিল হন।

রেশন সরবরাহ নিয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ রেশন সামগ্রী ঠিকমতো পাচ্ছেন না, এই অভিযোগ তুলে বাঁকুড়া সদর থানার বনকাটি গ্রামে শনিবার বিক্ষোভ ফেটে পড়েন গ্রাহকেরা। প্রতি সপ্তাহে রেশন সামগ্রী পাওয়া যাচ্ছে না। এক সপ্তাহ রেশন সরবরাহ করা না হলে পরে সপ্তাহে দু'বারের সামগ্রী একসঙ্গে দেওয়া হচ্ছে না। রেশন সামগ্রী পরিমাণে কম দেওয়া হচ্ছে। এই অনিয়মিত ও সঠিক পরিমাণে রেশন সরবরাহ না করার প্রতিবাদ করলে গ্রামের রেশন ডিলার গ্রাহকদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছেন। এই খারাপ ব্যবহারের জন্য রেশন কার্ড অন্য ডিলারের কাছে বদলি করতে চাইলেও তা করে দেওয়া হচ্ছে না। এই অভিযোগ তুলে বাঁকুড়া ২ নম্বর ব্লকের জুনবেদিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বনকাটি গ্রামের রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখায় বনকাটি ও রাধারমনপুরের বাসিন্দা তপন মন্ডল, তুফান মন্ডল ও বরেন ঘোষসহ গ্রামবাসীরা বলেন, গত ৬ মাস ধরে এই সমস্যা চরমে উঠেছে। রেশন ডিলারকে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও সমস্যার সমাধান হয়নি। এমনকি এ বিষয়ে সকলকে নিয়ে জুনবেদিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে আলোচনাও হয়েছিল। তা সত্ত্বেও একই জিনিস চলতে থাকায় তাঁরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছেন। অন্যদিকে রেশন ডিলার শান্তিময় মন্ডল বলেন, শনিবার রেশন দোকানে মাল দেওয়া হচ্ছিল। প্রায় ৩০ জনকে রেশন সামগ্রী দেওয়ার পর গ্রামবাসীরা দোকানে ঢুকে হামলা চালায়। তাঁকে চেয়ার থেকে ফেলে দেওয়া হয়। একজন মহিলাকে জোর করে সরিয়ে দিয়ে রেশন সামগ্রী সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। শান্তিময়বাবুর বক্তব্য, তিনি কোন গ্রাহকের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন নি। তিনি বাঁকুড়া ২ নম্বর ব্লকের রেশন ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রয়েছেন। তাই তাঁর পক্ষে খারাপ ব্যবহার করা সম্ভব নয়। যেভাবে রেশনসামগ্রী পাচ্ছেন সেইভাবেই সরবরাহ করেন তিনি। তাছাড়া কার্ডের সমস্যা এখনও সম্পূর্ণভাবে মেটেনি। তাঁর বক্তব্য, রেশন কার্ড এক ডিলার থেকে অন্য ডিলারের কাছে বদলির কিছু নিয়ম আছে। চাকরি, পড়াশোনা, বিবাহ বা অন্যকারণে বাসস্থান পরিবর্তনের হলে তবেই এই বদলি করা সম্ভব হয়। সাধারণ ক্ষেত্রে ৪৭০০ জনের বেশি গ্রাহক কোনও ডিলারের কাছে থাকলে তবেই বদলির বিষয়টি বিবেচনা করা হয়। বর্তমানে তাঁর কাছে ৩২০০ জন গ্রাহক রয়েছেন। এই বিক্ষোভে এদিন রেশন সরবরাহ ব্যাহত হয় বলেও শান্তিময়বাবু জানান। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, রেশন সরবরাহের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা দরকার। কোন সপ্তাহে কি মাল কত পরিমাণ দেওয়া হচ্ছে তা প্রচারে রাখা দরকার। তা নাহলে বিক্ষোভ হতে বাধ্য। জেলা খাদ্য নিয়ামক আবির পানি জানান যে, বিষয়টি তিনি শুনেছেন। মহকুমা খাদ্য নিয়ামককে বিষয়টি খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।

পরিদর্শক সমিতির সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ইন্দাস ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় পরিদর্শক সমিতি, বাঁকুড়া জেলা শাখার ৪১তম দ্বি-বার্ষিক জেলা সম্মেলন বিষ্ণুপুর পাবলিক পি টি টি আই, রামানন্দনগর বিষ্ণুপুরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সম্মেলনের উদ্বোধক ছিলেন ওন্দা বিধানসভার বিধায়ক অরূপ খাঁ। সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার অগ্রগতি প্রসারের কথা বিশেষভাবে আলোচিত হয়। সভা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ-এর সভাপতি রিঙ্কু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণুপুর পুরসভার পুরপ্রধান তথা প্রাক্তন মন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, জয়েন্ট ডাইরেক্টর মনোরঞ্জন রায়সহ আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

খুচরো নিয়ে জেরবার পুরুলিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ খুচরো কয়েন দিয়ে কেনাকাটি করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন সারা পুরুলিয়া জেলার মানুষ। তথাপি বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন শাখার ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ চুপ থাকায় ক্ষোভ জমছে সাধারণ মানুষদের মধ্যে। ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে সরব হয়ে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারী দিয়েছে পুরুলিয়া জেলা কংগ্রেস। দলের জেলা সভাপতি তথা বাঘমুন্ডির বিধায়ক নেপাল মাহাতো বলেছেন, খুচরো নিয়ে মানুষের নিত্যদিনের হয়রানি লক্ষ্য করে যাচ্ছেন তাঁরা। তিনি বলেন, ব্যাঙ্কগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক খুচরো জমা নিতে নির্দেশ দিলেও তা মানা হচ্ছে না। এদিকে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং মাছ-সব্জির বাজারে কেউ খুচরো কয়েন নিতে চাইছেন না। যার জন্য সারা পুরুলিয়া জেলাজুড়ে এই সমস্যায় মানুষ হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ালেও জেলার ব্যাঙ্কগুলির কর্তৃপক্ষের সে ব্যাপারে কোন হেলদোল নেই। নেপালবাবু বলেন, বিষয়টি নিয়ে পরিস্থিতির উপর নজর রেখে চলেছেন তাঁরা। শীঘ্রই যদি কয়েন সমস্যা মেটাতে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ইতিবাচক পদক্ষেপ না নেন তবে কয়েকদিনের মধ্যেই ব্যাঙ্কের সামনে জমায়েত করে বিক্ষোভ দেখাবেন কংগ্রেস নেতা কর্মীরা। এই মুহূর্তে পুরুলিয়া জেলাজুড়ে খুচরো সমস্যা বড় আকার ধারণ করায় বিভিন্ন অরাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষ থেকেও বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে। খুচরো সমস্যা মেটানোর জন্য প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চেয়ে দাবিপত্র জমা পড়েছে জেলাশাসকের দফতরে। সম্প্রতি বিষয়টি নিয়ে পুরুলিয়ার জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে পুরুলিয়া নাগরিক সংগঠন। ওই সংগঠনটির দাবি, খুচরো সমস্যা প্রভাব ফেলেছে জেলার অর্থনীতিতে। জেলাশাসক অলকেশপ্রসাদ রায় বলেছেন, খুচরো নিতে ব্যাঙ্কগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নির্দেশ দিয়েছে। ফলে খুব শীঘ্রই সমস্যা মিটে যাওয়ার উপর আশাবাদী তিনি। তবে এই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে জেলা প্রশাসনের তরফে মাইকিং করে প্রচারের আশ্বাস দিয়েছেন জেলাশাসক।

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.- 54156 (WBMC)
:: রোগী দেখছেন ::
স্পন্দন হেলথ্ পয়েন্ট-এ
লিংক রোড, আরামবাগ, হুগলি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগ ঃ 9732228783, 9775034533

OUR SPECIALITY
সুচিকিৎসাই আসলকথা...
APEXX
আরামবাগ অ্যাপেক্স ডায়াগনস্টিক এণ্ড হেল্থ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড
১। ডায়াগনষ্টিক বিভাগ
২। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুর চেম্বার
৩। ঔষধ দোকান
৪। শল্য চিকিৎসা বিভাগ
৫। জরুরী চিকিৎসা বিভাগ
৬। নার্সিং হোম
পি.সি.সেন মার্কেট দ্বিতল, লিঙ্ক রোড, আরামবাগ, হুগলী, পঃবঃ ৭১২৬০১
Ph. 03211-255867/256867
Mob. 9093965838
e-mail :abgapex@gmail.com
abgapexx@rediffmail.com
আরামবাগ

ঠিকাদারদের অনিচ্ছায় হাল ফিরছে না অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ একাধিকবার ই-টেন্ডার হলেও ঠিকাদাররা অংশগ্রহণ না করায় সোনামুখী ব্লকে ২৭টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বাড়ি তৈরীর কাজ শুরু হয়নি। টাকা বরাদ্দ হয়ে পড়ে রয়েছে। তারপর মোট আটবার ই-টেন্ডার ডাকা হয়েছে। কিন্তু ঠিকাদাররা তাতে অংশ না নেওয়ায় বাড়ি তৈরীর কাজ শুরু হয়নি। এই অবস্থায় বহু কেন্দ্র বেহাল বাড়িতে ঝুঁকি নিয়ে চলছে। তাই অবিলম্বে এবিষয়ে প্রশাসনিক উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। সোনামুখীর বিডিও রিজওয়ান আহমেদ বলেন, ২০১৬-১৭ সালে ব্লক এলাকায় ৫২টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নতুন বাড়ি তৈরীর অনুমোদন পাওয়া গেছে। তারপর থেকে পর পর আটবার ই-টেন্ডার ডাকা হয়েছে। তার মধ্যে প্রায় ২৫টিতে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলেও বাকিগুলিতে ঠিকাদাররা অংশ নেয়নি। এ বিষয়ে টেন্ডার ডাকা হবে। সোনামুখীর সিডিপিও হাসানুল মন্ডল বলেন, নিজস্ব ঘর না থাকায় বহু অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পরিষেবার সমস্যা হচ্ছে। বহু কেন্দ্রে উপভোক্তা কমিটি জমির বন্দোবস্ত করেছে। টাকাও বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু টেন্ডারে ঠিকাদারদের আগ্রহের অভাবে বাড়ি তৈরী করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, সোনামুখী ব্লকে মোট ২৫১টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে একজন করে কর্মী ও একজন করে সহায়িকা রয়েছেন। এলাকার ছয় বছর বয়স অবধি শিশু ছাড়াও গর্ভবতী ও প্রসূতি মহিলারা পুষ্টি পরিষেবা পেয়ে থাকেন। এছাড়াও তিন থেকে ছয় বছরের শিশুদেরকে খেলার মাধ্যমে প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষাদান করা হয়। ২৭টি কেন্দ্রের নিজস্ব বাড়ি রয়েছে। বাকি কেন্দ্রগুলি গ্রামের আটচালা, ক্লাবঘর অথবা কোনও পরিত্যক্ত বাড়িতে চলছে। কোনওটি আবার ঝুপড়িঘরে ত্রিপলের নীচে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে চলতে বাধ্য হচ্ছে। ২০১৬ সালে সরকারি নির্দেশিকায় বলা হয় যে, খোলা জায়গায় কোনও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চালানো যাবে না। সেই অনুযায়ী নিজস্ব ঘরবিহীন কেন্দ্রে জমি খোঁজা হয়। ব্লক এলাকায় ৫২টি কেন্দ্রের উপভোক্তা কমিটি জমির ব্যবস্থা করায় তাদের জন্য দপ্তর থেকে ২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়। এছাড়াও ১০০ দিনের প্রকল্পে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়। সবমিলিয়ে কেন্দ্র পিছু সাড়ে সাত লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়। সেই মতো ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে একাধিকবার ই-টেন্ডার ডাকা হয়। তার মধ্যে ২৫টিতে অংশ নিলেও বাকি কেন্দ্রগুলিতে ঠিকাদাররা অংশ নেয়নি। তার জেরে টাকা বরাদ্দ হলেও নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। সোনামুখীর ঠিকাদারদের একাংশ জানিয়েছেন, ১০০ দিনের প্রকল্পে শ্রমিকদের মজুরি মিললেও নির্মাণ সামগ্রীর টাকা পেতে অনেক দেরী হয়। তাতে ঠিকাদারদের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। তাই অনেকেই ওই খাতে নির্মাণ কাজ করার আগ্রহ দেখাননি।